মুজিবনগরে প্রথম স্ত্রীর পর দ্বিতীয় স্ত্রী ও বিষপানে আত্মহত্যা

প্রথম স্ত্রী জোহুরা খাতুন বিষ বছর পূর্বে পারিবারিক কলহের জের ধরে বিষপান করে আত্মহত্যা করেন। এবার একই কারণে দ্বিতীয় স্ত্রী শাহিনুর খাতুনও (৫০) বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন। শাহিনুর খাতুন মুজিবনগর উপজেলার ইসমাইল হোসেনের স্ত্রী।

আজ মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

গত ১ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে স্বামীর সাথে ঝগড়ার জের ধরে শাহিনুর খাতুন বিষপান করেন। তাকে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে প্রথমে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানেও তার অবস্থার অবনতি হলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে ৩ দিন চিকিৎসা নিয়ে গতকাল বাড়ি ফিরে আসেন। বিকালের দিকে আবারো অসুস্থ্য হয়ে পড়লে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সকালের দিকে মারা যান তিনি।

স্থানীয়রা জানান, ইসমাইল হোসেনের প্রথম স্ত্রী জোহুরা খাতুন দুই সন্তান ফেলে বিষ বছর পূর্বে বিষপান করে আত্মহত্যা করেন। এরপর দ্বিতীয় বিয়ে করেন শাহিনুরকে। শাহিনুর খাতুনেরও তিন সন্তান রয়েছে। স্বামী ইসমাইল হোসেনের সাথে ঝগড়ার জের ধরে সেও বিষপান করে আত্মহত্যা করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে ঘুম থেকে ডাকার অপরাধে স্ত্রীকে পিটিয়ে হাসপাতালে

সকালে ঘুম থেকে ডেকে তোলার অপরাধে স্ত্রী রিমা খাতুন (২৬) কে বাইলিট দিয়ে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে স্বামী মিঠু। শুক্রবার সকালের দিকে গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামে এ মারপিটের ঘটনা ঘটে।

আহত রিমা খাতুন বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আহত রিমা খাতুন বলেন, সকালের দিকে রোদ উঠে যাওয়ায় আমি আমার স্বামী মিঠুকে ডেকে তুলি।

এই অপরাধে সে আমাকে প্রথমে কিল ঘুঁষি মারতে শুরু করে। পরে বাইলিট দিয়ে বেদম পিটিয়ে আহত করে। এসময় প্রতিবেশীরা আমাকে তার হাত থেকে উদ্ধার করেন।

মেয়েকে মারপিটের খবর পেয়ে রিমার পিতা মাতা একই উপজেলার ধানখোলা থেকে এলাঙ্গী গ্রামে রিমার শশুরবাড়ি গিয়ে তাকে উদ্ধার করে গাংনী হাসপাতালে নেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরী বিভাগে কর্মরত উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) তানভীর বলেন, আহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারের ফোলা জখম আছে। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে রিমা জানিয়েছেন, বিভিন্ন কারনে, অকারনে প্রায় মারধর করেন তার স্বামী মিঠু। শুধু ছোট একটা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে এতদিন সংসার করেছি। আমি এবার আমার উপরে নির্যাতনের বিচার দাবি করছি।

রিমার পিতা আব্দুল গফুর বলেন, মেয়েকে জামায় মারপিট করেছেন এমন সংবাদে সেখানে গিয়ে রিমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছি।

কুষ্টিয়ায় স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকর্মী এবং দুই সন্তানের জননী ডলি খাতুনকে গলা টিপে হত্যার ঘটনায় স্বামী আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজকে (৪২) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সাথে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় দন্ডপ্রাপ্ত আসামি আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজ আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

পরে তাকে কড়া পুলিশ পাহারায় জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। দন্ডপ্রাপ্ত আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজ মিরপুর উপজেলার শামুখিয়া গ্রামের হান্নান ওরফে সন্টু কবিরাজের ছেলে।

কুষ্টিয়া জজ কোটের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মিরপুর উপজেলার পশ্চিম চুনিয়াপাড়া গ্রামে বাহারুল ইসলামের মেয়ে ডলি খাতুনের সাথে ১৪ বছর আগে পারিবারিকভাব বিয়ে হয় একই উপজেলার শামুখিয়া গ্রামের হান্নান ওরফে সন্টু কবিরাজের ছেলে আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজের।

বিয়ের পর থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ডলির সাথে কামালের পারিবারিক কলহ লেগেই থাকতো। এর মধ্যেই ডলি মিরপুর থানার তালবাড়ীয়া পরিবার পরিকল্পনা অফিসে স্বাস্থ্য সহকারী পদে চাকরি পান। চাকরি পাওয়ার পর থেকে ডলি খাতুনের ওপর তার স্বামী কামাল নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেন।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালের ১৫ এপ্রিল সকালে আসাদুজ্জামান কামালের সাথে তার স্ত্রী ডলির কথা কাটাকাটি এবং ধস্তাধস্তি হয়। এর এক পর্যায়ে কামাল তার স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করে।

এ ঘটনায় নিহত ডলির পিতা বাহারুল ইসলাম বাদী হয়ে একইদিনে মিরপুর থানায় ডলির স্বামী আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজ, তার পিতা সন্টু কবিরাজ এবং মাতা আমেনা খাতুনকে আসামি একটি হত্যা মামলা দায়ের

করেন।

গ্রেফতারের পর স্ত্রী ডলিকে গলা টিপে হত্যার দায় স্বীকার করে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করেন আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজ।

দীর্ঘ তদন্ত শেষে আসাদুজ্জামান কামালকে অভিযুক্ত করে ২০১৯ সালে ২৬ জুন মামলার চুড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আবু বক্কার। পরে দীর্ঘ শুনানি শেষে ১৪ জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত এ রায় ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহ কালীগঞ্জে স্ত্রী হত্যাকারী পাষণ্ড স্বামী আটক

ঝিনাইদহ কালীগঞ্জে পাষণ্ড স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হত্যাকারী মতিয়ার আটক তার ভাষ্যমতে ঘরে থাকা গরু খুটা পোতা কাঠের খেটে দিয়ে মাথায় কয়েকবার আঘাত করি।

এসময় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর মারা গেছে বুঝতে পেরে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। গত ৯ অক্টোবর দিবাগত রাত ১২ টার দিকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ৬নং ত্রিলোচনপুর ইউনিয়নের চাঁদবা গ্রামে পারুল বেগম (৩৫) নামে এক গৃহবধূ হত্যাকারী স্বামী মতিয়ার রহমান এভাবেই পুলিশের কাছে জবানবন্ধি দেন।

হত্যার দুইদিন পর শুক্রবার দুপুর দুইটার দিকে যশোর সদর উপজেলা ফুলবাড়ি ইউনিয়নের লেবুতলা গ্রাম থেকে তাকে আটক করে কালীগঞ্জ থানার পুলিশ। এরপর বিকালে পুলিশ স্বামীকে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এসময় হত্যার গুরুত্বপূর্ণ আলামত উদ্ধার করে পুলিশ। সেখানে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন কালীগঞ্জ থানার ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা।

ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা জানান, ঘটনার পর থেকে মতিয়ার রহমান

পলাতক ছিল। এরপর তাকের ধরার জন্য বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়। শুক্রবার গোপন সংবাদে জানতে পারি, সে যশোরের লেবুতলা গ্রামে অবস্থান করছে।

সংবাদ পেয়ে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সেখানে থেকে তাকে আটক করা হয়। নিহতের প্রতিবেশিরা জানিয়েছে, প্রায়ই মতিয়ার পারুল দম্পতির মধ্যে সংসারের নানা বিষয় নিয়ে ঝগড়া হতো। ঘ

টনার দিন রাতেও তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। তবে, প্রতিনিয়ত এমন ঘটনা ঘটায় প্রতিবেশিরা গুরুত্ব দেয়নি। বুধবার সকালে পারুলকে মৃত অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

পরে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতের সংসারে দুই মেয়ে রয়েছে। এরমধ্যে এক মেয়ে প্রতিবন্ধি ও এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় পারুল খাতুন (৪৫) নামে এক গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে।

গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার চাঁদবা-একতারপুর গ্রামে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। এ ঘটনায় ওই গৃহবধূর স্বামী মতিয়ার রহমান পলাতক রয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, পারিবারিক কলহের জের ধরে প্রায়ই তাদের মধ্যে ঝগড়া হতো। মঙ্গলবার রাতে বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে পারুলকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে জখম করে মতিয়ার রহমান।

পারুলের চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে মতিয়ার রহমান পালিয়ে যায়। পারুল ও মতিয়ার দম্পতির মিতা (২৪) ও রিতা (৮) নামে দুই কন্যা সন্তান রয়েছে। নিহত পারুলের মাথায় ও হাতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

নিহত পারুলের মেয়ে রিতা জানায়, মঙ্গলবার রাতে তার মাকে হত্যা করে

বাবা। সে ফোন করে তার নানা বাড়িকে জানায়।

পারুলের ভাই মিজানুর রহমান জানান, পারিবারিক কলহের জেরে গত রাত ১২টার দিকে দুজনের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে। এ সময় স্থানীয়রা সেটি মীমাংসা করে দেয়।

এর পর রাত সাড়ে ৩টার দিকে তার বোনকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় তার স্বামী। ছোট ভাগ্নি ফোন করে জানায় তার মাকে হত্যা করা হয়েছে।

কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনর্চাজ আব্দুর রহিম মোল্লা জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। স্বামী মতিয়ার রহমানকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

গাংনীতে মাদকাসক্ত স্বামী যৌতুকের জন্য স্ত্রী নির্যাতন

যৌতুকের দাবীতে আবারো আগের মতই নির্যাতন আর অত্যাচার। শুধু আমাকে নয়, আমার এক মাস ২২ দিন বয়সী ছেলে সামিরকে ফেলে দিয়ে একটি পা ভেঙ্গে দিয়েছে আমার স্বামী। যে কারনে আদালতে মামলা করেছিলাম।

অনেক লোকজন শালিস মিমাংশা করে নতুন করে নিয়ে আসে। কিন্তু সে ভাল হয়নি। ফিরে গেছে মাদকের রাজ্যে। এভাবেই নির্যাতনের বর্ণনা করলেন নির্যাতিত মৌসুমী খাতুন। শনিবার সকালের দিকে স্বামী সুমন হোসেন মৌসুমী খাতুনকে বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনতে বলেন। মৌসুমী টাকা আনতে পারবেনা বলে জানালে শুরু হয় নির্যাতন।

জানা গেছে, প্রায় ৬ বছর আগে গাংনী উপজেলার খাসমহল গ্রামের স্কুল পাড়া এলাকার আবের আলীর মেয়ে মৌসুমী খাতুনের সাথে একই উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে সুমন হোসেনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের জন্য মৌসুমীর উপর নির্যাতন করে আসছিল সুমন। ওই সময় মৌসুমীর একটি সন্তান হয়।

এক পর্যায়ে সে সুমন হোসেনকে তালাক দিয়ে পিতার বাড়িতে চলে যায়। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাদের সংসার পুনরায় জোড়া লাগিয়ে দেন। বাড়িতে নিয়ে এসেই আবারো শুরু করে নির্যাতন। মৌসুমী জানান এবার আর তার সাথে সংসার নয়, এবার তার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়া হবে।